দাড়ি রাখা ওয়াজিব

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ৯. দাড়ির ওপর নিষেধাজ্ঞা ও যুলুম: দেশে-বিদেশে

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

দাড়ির ওপর নিষেধাজ্ঞা ও যুলুম: দেশে-বিদেশে

পৃথিবীর বিভিন্ন কম্যুনিষ্ট দেশে যে সব মুসলিমগণ বাস করে, সেখানকার দেশে দাড়ি রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন চীনে। ২০১৪ সালে চীনের মুসলিম অধ্যুষিত জিনজিয়াং প্রদেশে লম্বা দাড়ি রাখা এবং বাসে ভ্রমণের সময় ইসলামী পোশাক পরার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। আল-জাযিরার খবরে বলা হয়েছে- একই বছর আগস্টে জিনজিয়াংয়ের কারাম অঞ্চলে হিজাব, বোরকা ও লম্বা দাড়ি নিষিদ্ধ করা হয়। (এনটিভি অনলাইন: ১৮ জুন ২০১৫)।

আর চীনের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সিনহুয়া বুধবার এ তথ্য জানিয়েছে যে লম্বা দাড়ি ও ইসলামী পোশাক পরে গণপরিবহণে ভ্রমণ করা যাবে না। চীনের মুসলিম অধ্যুষিত শিনজিয়াং এলাকার কারামা শহরে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। (৬ আগষ্ট ২০১৪)।

ব্রিটেনের দুই মুসলিম ছাত্র দাড়ি না কামানোয় তাদেরকে নতুন টার্মের ক্লাসে ভর্তি করা হয় নি। এমনকি ওই হাইস্কুলে অধ্যয়নরত সহপাঠীদের সঙ্গে কথা বলা ও যোগাযোগ করাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে তাদের জন্য। ব্রিটেনের ল্যাংকশায়ারের অ্যাকরিঙ্গটোন শহরের মন্টকারমেল হাইস্কুলে এই ঘটনা ঘটেছে। স্কুলটির প্রিন্সিপাল হাভিয়ার বভার্স বলেছেন, এই নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই, আমাদের হাইস্কুলের রয়েছে বিশেষ বিধিমালা এবং এইসব বিধান সব ছাত্রকেই মেনে চলতে হবে। (১০/১০/২০১৩)

১০০% মুসলিমের দেশ তুরস্কেও ১৯২৩ সালে কামাল আতাতুর্ক নামক ইয়াহূদীদের দালাল হিজাব পরা ও দাড়ি রাখা সহ শরী'আতের অসংখ্য আহকাম নিষিদ্ধ করে। দীর্ঘ ৯০ বছর পর ২০১৩ সালে বর্তমান প্রেসিডেন্ট রজব তৈয়ব উর্দুগান এসব অবৈধ নিষেধাজ্ঞা সরিয়ে নেয়। আল্লাহ তাকে উত্তম জাযা প্রদান করুন। আমিন।

মিশর একটি ঐতিহ্যবাহী মুসলিম রাষ্ট্র। আমরা সৌদি আরব আসার পর দেখলাম হোসনী মোবারকের শাসনকালে মিসরীয়রা ছুটিতে ওদের দেশে যাওয়ার সময় পুরুষরা দাঁড়ি কামিয়ে ফেলতো এবং মহিলারা বিমানে উঠে বোরকা খুলে ফেলতো। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতো পুরুষরা দাঁড়ি রেখে এবং মহিলারা বোরকা পরে গেলে মিসরের বিমান বন্দরে প্রবেশ করা মাত্র জেলখানায় ঢুকাবে। এ কালো আইনটি চালু করেছিল কুখ্যাত জামাল আবদুল নাসের যে আলেম ও ইসলামী ব্যক্তিত্বকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসি দিয়ে দেয় এবং যেসব মাদ্রাসায় আলেম তৈরি হয় সেগুলিকে জঙ্গী তৈরির কারখানা আখ্যায়িত করে বন্ধ করে দেয়। মুরসি ক্ষমতায় আসার পর মিসরীয় নির্ভয়ে দাঁড়ি রাখে এবং মহিলারা নির্ভয়ে বোরকা পরে ওদের দেশে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

ভারত ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট দেশ বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের টিভি চ্যানেলে সন্ত্রাসী ও অপরাধী, খারাপ লোক হিসেবে অহরহ দাড়ি –টুপি পরিয়ে কোনো একজনকে দিয়ে নাটক সিনেমায় চোর, ডাকাত, লুচ্ছা-বদমাইশ ইত্যাদি খারাপ পার্ট বা অংশটি করানো হয়, এটা একটা বিরাট ষড়যন্ত্র, যাতে করে সাধারণ মানুষের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, দাড়ি-টুপি ওয়ালারা সবচাইতে খারাপ, (আল্লাহ যেন জালেমদের বিচার করেন)। অতি দুঃখ ও

আফসোসের বিষয় হলো: আমাদের দেশ ৯০% মুসলিমের দেশ। আজও যারা ইসলামী বিধান মাফিক তথা দাড়ি-টুপি নিয়ে চলবে, তারা খুব একটা ভালো নেই। বাংলাদেশে দাড়ি রাখা ও দীন ইসলাম মাফিক আমল করা একটা বড় চ্যালেঞ্জ মানুষের জন্য।

বাংলাদেশের যুবক সমাজ কেন দাড়ি রাখছে না? কেনই বা তারা ইসলাম থেকে দূরে থাকছে? বিশেষ করে মক্কাতুল মুকার্রামার প্রবাস জীবনে অনেককে দেখি তারা তাদের প্রাণ প্রিয় দীন ইসলামের কোনো কিছুই মানছে না। কেন তারা ইসলাম সম্পর্কে গাফিল, আর সে মাফিক ‘আমলও করে না? এর একটা বড় কারণ হলো: তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো নয়, তারা টাকা-পয়সার জন্য এসেছে আরব দেশে। তারা মনে করে যে, আমরা এখানে জানা বা মানার জন্য আসি নি। অনেকে লেখাপড়া ও জানে না। আর একটা বিশাল সর্বনাশা কারণ হলো: তাদের নিজেদের মধ্যে অহংকার ও বড়াই বিরাজ করছে, পাশাপাশি বিনয় নম্রতার চরম অভাব। দাড়িহীন, বেনামাযী খারাপ লোককে সবাই ভয় করে, এমন লোকের দাপট বেশি। তারা দৃঢ়ভাবে মনে করে যে, নামাযী, সরল, নম্র, দাড়িওয়ালা ভদ্র লোকের কোনই মূল্য নেই তাদের কোম্পানীতে। তারা মনে করে নম্রতা, ভদ্রতা, ভালো হওয়া এটা দুর্বলদের কাজ ও তাদের হাতিয়ার। এভাবে চললে আমাকে ভালো হয়ে যেতে হবে, ভালো হয়ে গেলে আমাকে সালাত পড়তে হবে, তাহলে সালাতের সময় বিশ্রাম নেব, যাতে ওভারটাইমের কাজটি ঠিকভাবে করতে পারি, পয়সা উপার্জনের চাকা সচল থাকে। তাছাড়া, আমি ভালো হয়ে গেলে কেউ যদি আমাকে খারাপ কিছু বলে বা গালি দেয়, তাহলে আমি তাকে কিছু বলতে বা প্রতিশোধ নিতে পারব না। তাই আমি আমার যৌবনকাল এভাবে পরিচালিত করবো, আমাকে কেউ খারাপ কিছু বললে আমিও তাকে দেখে নেবো। আমি এখন ভালো হবো না, আরও সময় আছে, বৃদ্ধ হলে হবো, এখন কামাইয়ের সময়। ‘ইবাদত বন্দেগী করব, তবে এখন না, তখন সময়গুলো মসজিদে কাটিয়ে দিব, চিল্লা দেবো। মক্কা শরীফে সালাত পড়লে ১ সালাতে ১ লাখ সাওয়াব। এভাবে সকল গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ তো মাফ করবেনই। ইত্যাদি ইত্যাদি

আমি বলি: আপনি কি নিশ্চিত যে, এতো কষ্টের টাকা আপনি দুনিয়ায় ভোগ করে যেতে পারবেন? আপনার ভবিষ্যতে কি আছে? কি হবে? আপনি কি তা জানেন? আপনি কি আল্লাহর সাথে চুক্তি করে দুনিয়ায় এসেছেন? আল্লাহকে ভয় করুন, মনে রাখবেন: মৃত্যুর দুয়ার খোলা থাকে সর্বদা, বন্ধ করার কোনো নিয়ম নেই। কার কাফন কখন রেডি হয়ে গেছে সে জানে না, অথচ হায়াত- মাউতের মালিক মহান রব আল্লাহ ঠিকই জানেন।

অতএব, হে ভাই! যত বিপদই আসুক না কেন, আপনি সবর করুন এবং কমপক্ষে একমুষ্টি হলেও দাড়ি রেখে দিন, শেভ বা ষ্টাইলি কাট-চাট করবেন না। আপনি যদি আল্লাহর অন্যান্য আদেশ যেমন সালাত, সাওম, হজসহ অন্যান্য ফরয, ওয়াজিব মেনে চলতে পারেন, তাহলে কেন আপনি দাড়ির ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ মেনে চলছেন না? এ সবই তো তাদেরই নির্দেশ। একদিকে নির্দেশ পালন অন্যদিকে নির্দেশের লংঘন। কই আপনি মেনে চলছেন রহমানের নির্দেশ? কেন এ খেল-তামাশা? শরী‘আতের আদেশকে খাটো করে দেখছেন? ইয়াহূদী-নাসারারা এমন কাজ করতো, তাই আল্লাহ তা‘আলা তাদের এমন ভূল কাজের সমালোচনা করে বলেন,

﴿أَفَتُؤۡمِنُونَ بِبَعۡضِ ٱلۡكِتَٰبِ وَتَكۡفُرُونَ بِبَعۡضٖۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفۡعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمۡ إِلَّا خِزۡيٞ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلۡعَذَابِۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ﴾ [البقرة: ٨٥]

“তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে ঈমান আন এবং কিছু অংশে কুফুরী কর? তাহলে তোমাদের যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ও অপমান এবং কিয়ামতের দিন তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া

হবে কঠিনতম শাস্তির দিকে। আর তারা যা করে আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৮৫]

والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.

২৯ রবিউল আউয়্যাল ১৪৩৭ হিজরী/৮-১-২০১৬

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=12252

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন